R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

সঞ্চয় জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম :
অরুণোদয় সেভিংস এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট (ই) লিমিটেড
গভঃ রেজিঃ নং ৩৯০০৫
হেড ও রেজিঃ অফিস :
বারুইপাড়া, কালনা (বর্দ্ধমান)
শাখা অফিস :
ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেন্ট : ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৭শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৭ সাল
২১শে নভেম্বর, ১৯৯০ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

কিস্তির টাকা না দেওয়ায় দুটি পুর ফেরীঘাট খাস করা হলো

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২০ অক্টোবর জঙ্গিপুর পুরসভার এক জরুরী বৈঠকে কিস্তির টাকা শোধ না করার জন্য দুটি ফেরী ঘাটই খাস করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ দিনই ঘাট পারাপারের স্পীডবোট, নৌকা, অফিস ঘর সব কিছুই পুরসভার পক্ষ থেকে খাস করা হয়। আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকার অস্থাবর সম্পত্তি পুরসভা নিজ দখলে নেন বলে জনৈক কমিশনার জানান। খাস করার প্রাক্কালে বহু উৎসুক নাগরিক ও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। খবরে প্রকাশ, পূর্বতন বোর্ডের আমলে জনৈক কালীপদ ত্রিবেদী ৮ লক্ষ ১ হাজার ১ শত ১ টাকা বাৎসরিক মূল্যে এক বছরের জন্য ঘাটের ইজারা পান। সেই সময় দু'লক্ষ ও পরে ৫০ হাজার টাকা দেন। কিন্তু চুক্তিমত সেপটেম্বরের মধ্যে সমস্ত টাকা পরিশোধ করার কথা থাকলেও ইজারাদার আর কোন টাকা পুরসভাকে জমা দেননি। পুরসভা যথারীতি তাঁকে নোটিশ দিলে তিনি নোটিশের কোন জবাব দেননি। এমন কি তাঁকে পুরসভার মিটিং এ হাজির থাকতে অনুরোধ জানালেও (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

কাষ্টমসকে মাল হস্তান্তর না করায় ওসিকে শোকজ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩১ জুলাই এক ম্যাটাডোর বিদেশী কাপড় ডি আই বি সাগরদীঘি থানা এলাকায় আটক করে সাগরদীঘি থানার ও সি সুশান্ত সরকারের কাছে জমা দেন। পরে ঐ মালের দাবীদার হিসাবে সম্মতিনগরের জনৈক কালু সেখ (আটা কালু) মালগুলি ফেরৎ পাবার দাবী জানিয়ে জঙ্গিপুর কোর্টে একটি পিটিশন জমা দেন এদিকে কাষ্টমস বিভাগ ঘটনা জানতে পেরে সাগরদীঘি ও সিকে তাঁদের এক্তিয়ারে হাত দেওয়ার অভিযোগ এনে উক্ত বিদেশী মালগুলি কেন তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি তা জানতে চান। খবরে আরো প্রকাশ তদানীন্তন ডি আই বি আফসার রঘুনাথগঞ্জের বর্তমান ও সি পল্লব ভট্টাচার্য জঙ্গিপুরের এস ডি জে এমের কাছে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে চলতি মাসে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করেন। এর ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদের এস পি সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে জঙ্গিপুরের এস ডি পি ওকে রিপোর্ট দিতে আদেশ দেন। ও সি সাগরদীঘিকে নাকি এ ব্যাপারে শোকজ করা হয়েছে বলেও জানা যায়।

স্বার্থের সংঘাতে জনপ্রিয় সংস্থার অপমৃত্যু

জঙ্গিপুর : পিয়ারাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ এ অঞ্চলের একটি প্রাচীন জনপ্রিয় সংস্থা ও দুঃস্থ তাঁত শিল্পীদের অন্ন সংস্থানের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠেছিল। প্রায় ১১০টি তন্তুবায় পরিবার এই সংস্থার মাধ্যমে স্বচ্ছলতার মুখ দেখে সুখে ছিলেন। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে পরিচালক বোর্ডের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকেন্দ্রিকতার লড়াই-এ সমবায় সমিতিটির নাভিশ্বাস উঠেছে। ফলে ১১০ট তন্তুবায় পরিবার বেকারত্বের জ্বালা বুকে নিয়ে ধ্বংস হবার মুখে। খবর, সংস্থার পরিচালক বোর্ডের নয় জন সদস্যের মধ্যে সভাপতি সম্বলকুমার দাস ও সম্পাদক সাতকড়ি দাসের মধ্যে সমঝোতা নেই। এমন কি অন্যান্য সদস্যরাও নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী চলছেন। ফলে সাতকড়ি দাস তাঁর কর্মক্ষমতা কমে গেছে এই অজুহাতে মাস তিনেক আগে পদত্যাগ করেন। তবে বোর্ডের অনুরোধে নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে সাতকড়িবাবু (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

মহকুমায় আরো দুটি ফায়ার ব্রিগেড হচ্ছে

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাত্র একটি ফায়ার ব্রিগেড সেন্টার রয়েছে ফরাক্কা ব্যারেজ এলাকায়। সম্প্রতি ধুলিয়ান এবং এখানে বিড়ি ও পাট গুদামে আগুন লাগার পরিপ্রেক্ষিতে আরোও ফায়ার ব্রিগেডের দাবী উঠতে থাকায় সরকারী প্রশাসন সজাগ হয়ে চেষ্টা চালাতে থাকেন। শোনা যাচ্ছে এর ফলে রঘুনাথগঞ্জ ও ধুলিয়ানে দুটি ফায়ার ব্রিগেড মঞ্জুর হওয়ার মুখে। এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে ও সি ফায়ার ব্রিগেড জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বন সৃজন প্রকল্প বানচাল করছে দুর্বৃত্তরা

সাগরদীঘি : স্থানীয় ব্লকের সংরক্ষিত বনে প্রতিদিন শয়ে শয়ে গাছ নষ্ট করছে অভাবী গ্রামবাসীরা ও দুর্বৃত্তরা। জ্বালানীর অভাবে একদিকে আদিবাসী ও অন্যান্য গরীব মানুষেরা ছোট ছোট চারাগাছ কেটে জ্বালানী করছে, অপরদিকে এক শ্রেণীর দুর্বৃত্তরা (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

চারজন বাস ডাকাত ধৃত

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমার ৩৪নং জাতীয় সড়কে দুটি বাস ডাকাতির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় রাজ্য পরিবহনের ১টি ও ভুটান রয়াল সার্ভিসের ১টি বাসে ছিনতাই হয়। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে চারজন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে তাদের নামধাম গোপন রাখা হয়েছে বলে পুলিশ জানায়। পুলিশ আরো জানায় খুব শীঘ্র বাস ডাকাতির সঙ্গে জড়িত গ্যাংটিকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। এখনও কোন লুণ্ঠিত মাল উদ্ধার সম্ভব হয়নি।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৯৭ সাল

বন্‌ধ-এর উলুখাগড়া

'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ' দেখিলে ভয় পায়। অগ্নির লেলিহান শিখায় সে পর্যুদস্ত হইয়াছিল। তাই রক্তিম মেঘ তাহাকে অগ্নিদাহের ঘটনা স্মরণ করাইয়া দেয়। শুধু স্মরণ করান নয়, রীতিমত ভীত করিয়া দেয়। রক্তিম মেঘ অগ্নিশিখা কি না, এই বিচারবোধ ভীতি-বিহ্বলতায় সে হারাইয়া ফেলে।

আর চারদিন পর পঞ্চম দিনে অর্থাৎ আগামী ২৬শে নভেম্বর কংগ্রেস (ই)-র আহ্বানে 'বাংলা বন্‌ধ' অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাই পূর্বোল্লিখিত 'সিঁদুরে মেঘ' যাহাতে তাবৎ রাজ্যবাসী ভীতিবিহ্বল। এই ভয় উভয় পক্ষেরই, অর্থাৎ যাঁহারা বন্‌ধ সফল করিতে যাইবেন এবং যাঁহারা বন্‌ধ ব্যর্থ করিতে যাইবেন, তাঁহাদের। উভয় পক্ষকেই ক্ষয় ও ক্ষতির খতিয়ান খুলিয়া রাখিতে হইবে।

এ যাবৎ বহু 'ইস্যু'তে বহুবার বন্‌ধ পালন করা হইয়াছে। কিন্তু ফলদায়ী কোনটি হইয়াছে? কোন্ 'ইস্যু'-র সমাধান বন্‌ধ-এর মাধ্যমে হইতে পারিয়াছে? বরং লাভের মধ্যে বন্‌ধ পালকদের সাফল্য ঘোষণার আত্মপ্রসাদ এবং বন্‌ধ ব্যর্থকারীদের জয়লাভের সাহঙ্কার প্রচার-হুঙ্কার। অতএব ২৬শে নভেম্বরের বাংলা বন্‌ধ যে গতানুগতিকতার পথ ছাড়িবে, এমন আশা করা যায় না।

তবে তিক্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা গত ১৬ই আগষ্টের ঘটনা মনে করাইয়া দিতেছে যে, ২৬শে নভেম্বরের দিনটি সম্ভবতঃ বৃথা যাইবে না। আগষ্ট মাসের বোমাবাজি, লোহার রডবাজি, হত্যা করিবার কারসাজি কেহই এখনও ভুলিতে পারেন নাই। আর তথাকথিত সেনাপতি-সৈনিকদেরও কিছু কমতি ঘটে নাই। বরং হত্যা করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই গত বন্‌ধের সময় যাহারা অগ্রণী হইয়াছিল, তাহারা বহাল তবিয়তে বিরাজমান থাকায় একই কারণে শক্তি-সাহস আরও বহু জনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকিবে এবং সেই কারণে ২৬শে নভেম্বরের বন্‌ধ এর ভাল মত মোকাবিলা করা যাইবে।

আসন্ন বন্‌ধ বানচাল করিতে বিভিন্ন গণ-সংগঠনকে প্রস্তুত করা হইতেছে। এখন হইতে প্রচারাভিযান চলিবে। বন্‌ধ-এর দিন ১৬ই আগষ্টের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে কি না, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। তবে ইহা ঠিক যে, বন্‌ধ ব্যর্থ করিবার সার্বিক প্রচেষ্টা চলিবে। বন্‌ধ পক্ষীয় দলও বসিয়া বসিয়া মার খাইবে তাহাও নহে। বিপদ এই যে, 'উলুখাগড়া' বেশ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

সম্প্রীতির আলোকে

আগামী দিনের জন্য আমরা আতঙ্কিত। এক বিংশ শতাব্দীতে যেতে যেতে স্বপ্নটি হঠাৎ ভেঙে গেল। কেউ আর এ মুহূর্তে বুলি আওড়ায় না 'দেশ এক বিংশের পথে' এই বাক্য ব্যয় করে। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে কোন চিন্তা-শীল মানুষকে কুঁকড়ে দিতে পারে; বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। এদিকে আবার মণ্ডল কমিশনকে কেন্দ্র করে সামাজিক দুর্যোগ, সর্বোপরি রাম জন্মভূমি—বাবরী মস'জিদকে কেন্দ্র করে উস্‌কানিমূলক কার্যকলাপ এবং তার থেকে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাধারণ মানুষের মনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, তার প্রভাব আজ সর্বত্র। এই অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়ের পিছনে যে নোংরা রাজনৈতিক অভিসন্ধি বর্তমান, দেশের নেতারা ঐ সব কার্যকলাপের মাধ্যমে যে নিজেদের আখের গুছাতে ব্যস্ত সেটি নিশ্চয় কারো অজানা নয়। অথচ নির্লজ্জের মত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ঐ সব অপরাধমূলক কার্যকলাপে নেতারা মদত দিচ্ছেন নিজেদের মতাদর্শকে তুলে ধরার জন্য। মোট কথা নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ে রাখছেন। কবির-নানক-রামকৃষ্ণের এই দেশে এ ধরনের হীন মূল্যবোধ কি মানবিকতার চরম অবমাননা নয়? আমরা কেন ভুলে যাচ্ছি রামকৃষ্ণের সেই অবিস্মরণীয় বাণী 'যত মত তত পথ' এর কথা! কেন ভুলে যাচ্ছি 'ভক্তিবাদী' আন্দোলনের নায়ক মুসলিম জোলা কবিরের সেই উক্তি "ঈশ্বর রামও নন আল্লাহও নন তিনি আছেন প্রতিটি মানুষের অন্তরে" গুরু নানকের কথা—তিনি বলতেন "কৃচ্ছ্র সাধন এবং সন্ন্যাসীর ধারণা প্রত্যাখান করে দেশবাসীর উন্নতি বিধানের জন্য প্রত্যেক মানুষকে এগিয়ে আসা উচিত।" নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েও কয়েক শো বছরের সহ-অবস্থানের ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা আজ কেন দাঙ্গার রূপ নিতে চলেছে? সেটা কি উপলব্ধি করা উচিত নয়? ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুফী সম্প্রদায়ের মুসলিম ধর্মগুরু ফরিদউদ্দিন গঞ্জ-ই শাকার বলতেন 'ছুরির চেয়ে ছুঁচ ভালো' কেন না ছুঁচ সব কিছু সেলাই করে, জোড়া দেয়—আর—ছুরি টুকরো টুকরো করে দেয় সব কিছু কেটে। এটি অবশ্যই মনে রাখা

জাতীয়তাবোধ আর কিছু ভাবনা

মিস্ মার্গারেট হেন্স

'এক জাতি, এক রাষ্ট্র'—এই বক্তাপচা সুপ্রাচীন ধারণাটা বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যদি আবার নড়ে-চড়ে নিজের জায়গা করতে চায়, আর সেই উন্মত্ত খেয়ালটাকে যদি আমাদের মত শিক্ষিত সমাজের কিছু অংশ মদত যোগায়—তার চেয়ে ন্যক্কারজনক ব্যাপার আর কিছু আছে কি? 'ভারতবর্ষ'—এক সুপ্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির মূর্ত প্রতীক। বহু জাতির মিলনতীর্থ এই দেশ—যার বুকে রামকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, বুদ্ধদেব, গুরু নানক ও আরও অনেক মুসলমান ফকির দরবেশ—এ ছাড়া সিস্টার নিবেদিতা, মাদার টেরিজার মত মহীয়সী রমণীরা নিজ নিজ সত্তা ভারতীয় জীবনধারার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার হয়ে গেছেন। মানব ধর্মকেই এরা সবার উপরে স্থান দিয়েছেন কেউ কারও পথে বাধা হয়ে উঠেননি। রবীন্দ্র-নাথের সেই বিখ্যাত উক্তি "শক-হুন দল, পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন" ভারতবর্ষকে এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। আজ কি তা ভেসে যাবে!

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট—ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। তাই স্বাধীনোত্তর ভারতের নেতৃবৃন্দ দেশ বিভাজনের ব্যাপারটা নিয়ে এলোপাথাড়ি গালিগালাজ করেছেন—এককালে ইংরেজদের। ঠিকই করেছেন। আজও আমরা জনসভায়, ঘরোয়া মজলিসে, চায়ের আড্ডায়—সময় সুযোগ পেলে ইংরেজদের divide and rule নীতির সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠি। তবে এটা কি আমাদের মনের কথা, না বলতে হয় তাই বলি কথার কথা বলে। রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা কি ব্রিটিশ নীতির প্রয়োগ করি না? জাত-পাতের আঁশটে গন্ধ কি আমাদের গিলে করা ধুতি পাঞ্জাবীর আস্তরণ ভেদ করে দেহে বাসা বাঁধেনি। আমরা কি দেশকে আরও টুকরো টুকরো করে নিজেদের ক্ষমতাকে অটুট রাখার প্রকল্পে—উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করছি না? —এগুলোই এখন প্রশ্ন? কিন্তু, এই এক ঝাঁক প্রশ্নের মাঝেও আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করি—এক সুস্থ-সবল-স্থায়ী সরকারের জন্ম দেওয়ার মান-সিকতা নিয়েই। শেষমেষ দেখা যায় বিভিন্ন

(৩য় পৃঃ দ্রঃ)

প্রয়োজন 'ধর্ম' সৃষ্টি হয়েছে মানুষকে বাঁচানোর জন্য, মানবতাবোধের বিকাশ ঘটানোর জন্য। ধর্মের নামে মানব নিধন—ঈশ্বর কিংবা আল্লা কারোরই বিধান হতে পারে না।

গোপাল সাহা, ধুলিয়ান

পথ দুর্ঘটনায় নিহত ১

ফরাক্কা : গত ২১ নভেম্বর এন টি পি সি মোড়ের কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর শক্তিমান ট্রাকে চাপা পড়ে এক সাইকেল আরোহী ঘটনাস্থলে মারা যান। মৃত যুবকটির নাম পঙ্কজ সরকার। এন টি পি সি-তে ঠিকাদারী করতেন বলে স্থানীয় মানুষ জানান।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সমাবেশ

জঙ্গিপুর : গত ১৭ নভেম্বর বিকালে বাবু-বাজার শোলতলা মাঠে সি আই টি ইউ-র ডাকে সি পি আই (এম) র সমস্ত গণ সংগঠন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় এক সমাবেশের আয়োজন করে। ছাত্র, যুবক, শ্রমিক মহিলারা মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সারথি মুখার্জী, অজিত চৌবে, সারফুল ইসলাম, ফরমেজ আলী প্রমুখ।

নেহরুর জন্ম দিবস শিশু দিবস হিসাবে উদযাপিত

সাগরদীঘি : গত ১৪ নভেম্বর স্থানীয় ব্লকের চাঁদপাড়া আদিবাসী উন্নয়ন সমিতি প্রাঙ্গণে উজ্জ্বলকান্তি প্রামাণিকের উদ্যোগে জহরলাল নেহরুর ১০১তম জন্ম দিবস শিশু দিবস হিসাবে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সকল ধর্মের ও আদিবাসী শিশুরা যোগদান করে। স্বাধীন ভারতের রূপকার নেহরুর প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করে উৎসব শুরু হয়। নৃত্যগীত, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়ে শিশুরা এই অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। স্থানীয় সমাজ উন্নয়ন আধিকারিক দ্বিজেন্দ্রকুমার পাঠক, মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিমল-কুমার দাস, মনিগ্রাম ক্যাথলিক চার্চের ফাদার এসকারিয়া ও বিডিও বাদলচন্দ্র দাস নেহরুর কর্মময় জীবন সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন ও শিশু-দের জীবন গঠনে নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিয়ে বলেন। অনুষ্ঠান শেষে জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ছায়াচিত্র প্রদর্শন করেন।

নব গঠিত পুরসভা পূর্ব্ববৎ ঝিমুচ্ছে

ধুলিয়ান : নব গঠিত পুরসভার প্রতিনিধিবর্গ ঢাক ঢোল পিটিয়ে, নানা প্রচার সভা ও মিছিল করে পূর্বতন বোর্ডের দুর্নীতির কথা জনসাধারণকে জানান। তাঁরা পরিচ্ছন্ন জন-কল্যাণমুখী পুর প্রশাসনের আশ্বাস দেন এবং পূর্বতন বোর্ডের দুর্নীতির অনুসন্ধান করে সব কিছু জনগণকে জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এই বোর্ডের ঢক্কা-নিনাদে মানুষ ভেবেছিলেন এতদিনে কাজের মত কাজ কিছু হবে। ফঃ ব্লক ও কংগ্রেসের মিলিত বোর্ড তাঁদের শুভকর কাজ অবশ্যই করবেন। কিন্তু প্রায় এক বছর হয়ে গেল নতুন বোর্ড জন-হিতকর কাজ তো করেনইনি, উপরন্তু পূর্ব-তন বোর্ডের বিরুদ্ধে আনীত তাঁদেরই দুর্নীতির অভিযোগগুলির তদন্তও করেননি। জনগণ যা তিমিরে সে তিমিরে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে নব গঠিত বোর্ড পূর্বতন বোর্ডের সঙ্গে আপোষরফা করে এখন নিজেদের আখের গুছাতে ব্যস্ত। আর এস পির থানা কমিটির জনৈক নেতা নন্দলাল সরকার এক বিবৃতিতে বলেন—নব গঠিত বোর্ডের গতিগতি দেখে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে কংগ্রেসের সঙ্গে বোর্ড গড়ে বামফ্রন্টের শরীক দল ফঃ ব্লক ফাঁপড়ে পড়েছেন এবং কাজকর্ম করার উৎসাহ হারিয়েছেন।

বি এস এফের হানায় চিনি উদ্ধার

জঙ্গিপুর : গত ১১ নভেম্বর রাতে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রামের হাবল সাহার বাড়ীতে হানা দিয়ে স্থানীয় বি এস এফ বাহিনী ৯ বস্তা বেআইনী মজুত চিনি আটক করে নিয়ে গেছে বলে খবর। এই গ্রাম বাংলাদেশে চোরাচালানের একটি ঘাঁটি বলে বেশ কিছুদিন থেকে অভিযোগ উঠে। এ গ্রামের কিছু দুষ্কৃতী নিজেদের বাড়ীতে চাল চিনি প্রভৃতি মজুত রেখে সময় ও সুবিধামত বাংলাদেশে পাচার করে বলে জানা যায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বি এস এফ বাহিনী অভিযান চালায়। হাবল সাহা আগেই জানতে পেরে গা ঢাকা দেয়। রাজনৈতিক দলগুলির ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে এইসব দুষ্কৃতিকারী পরিবার নির্ভয়ে চোলাচালানে যুক্ত হয়ে গ্রামের আবহাওয়া অশান্ত করে তুলছে বলে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন। এদিকে এই চোরাচালানের ফলে জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ বাজারে চাল চিনির দাম হুহু করে বাড়ছে। এ দুই শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীও বাংলাদেশে চোরাচালানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুনাফা করে ফুলে ফেঁপে উঠছেন বলে জানা যায়। অন্য দিকে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে এই সব ব্যবসায়ীদের যোগসাজস ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে।

কিছু ভাবনা

(২য় পাতার পর)

আঁতাতের মাধ্যমে সরকার গঠিত হচ্ছে প্রদেশে ও কেন্দ্রে। সবার তালই এক। জন্মলগ্ন থেকেই ভাঙ্গনের সুর বাজছে অবিরাম। জননেতারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের বৃত্তে ঘুর পাক খাচ্ছে কাঁচপোকার মত। ভুলে যাচ্ছে বৃহত্তর স্বার্থের কথা তথা দেশের কথা। দেশের হাজারো সমস্যা যেখানে দেশের যুব সমাজকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, সেখানে ক্ষমতালোভের নেশায় পাগল আমাদেরই নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ দেশকে মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন সুকৌশলে। হায়রে অদৃষ্ট!

প্রত্যেকটা জাতির একটা জাতীয়তাবাদ আছে। যাকে আমরা অখণ্ড, অবিনশ্বর বলে মনে করি। আমরা ভারতের জনগণ। আমাদের জাতীয়তাবাদ হল আমরা ভারতীয়। চাকুরীর জন্য 'ফর্ম' ভর্তি করার সময় তো Nationality-র ঘরে কেউ হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান, পাঞ্জাবী বা মুসলমান লিখি না। Religion এর ঘরে অবশ্য ধর্মের উল্লেখ করি নিজের নিজের। তাহলে ব্যাপার হল ধর্ম স্বতন্ত্র হলেও জাতীয়তাবাদ বা Nationality আমাদের একটাই—আমরা সবাই ভারতীয় বা Indian। আজ একটা অতি ঠুনকো ইস্যু নিয়ে দেশ উত্তাল। দেশের আনাচে কানাচে একটা থমথমে পরিবেশ। ধর্মীয় সুড়সুড়ি দেওয়া খুব সহজ। কেন না বড় স্পর্শকাতর এই বিষয়টি। আমি বা আপনি ধর্মীয় বিধি নিষেধের আশ-পাশ দিয়ে হয়ত ভুলেও পা বাড়াই না কিন্তু আবেগতাড়িত হয়ে ধর্মের জন্য জেহাদে অবতীর্ণ হতে পিছপা হই না। এটাই হল ধর্মের নেশা যাকে সমাজতান্ত্রিকরা 'অহিফেন' বলে। আর এখানেই লোক অন্ধ। বিচার বুদ্ধি, যুক্তি-তর্ক আবেগের বন্যায় ভেসে যায় খড়-কুটোর মত। কিন্তু আসলে ধর্মটা তো অন্তরের জিনিস। 'রাম' বা 'রহিম' তো কারও বাক্সবন্দী মালপত্র নয়। তিনি সর্বত্র বিরাজমান—প্রত্যেকের সঙ্গেই থাকেন তিনি। জাত-পাত, উঁচু-নীচু তাঁর বিবেচ্য নয়। যত গোল বাধে আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও নেতৃত্বের নেশা নিয়ে। দীর্ঘদিনের লালিত—পাঞ্জাব কাশ্মীর সমস্যা তো আছেই, তদুপরি নূতন করে বাবরি মসজিদ-রামমন্দির সমস্যা দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মুখে চাপ চাপ কালি লেপে দিয়েছে। তাই রামমন্দির বা বাবরী মসজিদই বড় কথা নয়, বড় কথা হল দেশের অখণ্ডতা ও জাতীয়তাবোধ বজায় রাখা। আজ ২০০০ সাল শুরু হওয়ার মুখে। আমরা জেট যুগের ধ্যান ধারণায় উদ্বুদ্ধ। গোটা দুনিয়াটাকে একটা পরিবার রূপে কল্পনা করার চেষ্টায় আমরা সচেষ্ট। এমন সময় বিভেদকামী কিছু চিন্তা-ভাবনা দেশের অখণ্ডতাকে গ্রাস করতে চাইছে। এ মানসিকতার বিনাশ হোক। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের ধ্যানের ভারতবর্ষ তার সুমহান ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবোধ নিয়ে জগৎসভায় তার আসনটি অক্ষয় করে রাখুক—এই আশা করি।

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর বাবুবাজারে পাকা রাস্তার উপর পুরোনো বিডিও অফিসের লাগোয়া দ্বিতল বাড়ী ৯½ শতক জায়গা সমেত বিক্রয় হবে। যোগাযোগ করুন—

পিয়ারাপুর নিখিলের ইঁটভাটা
পোঃ সম্মতিনগর (মুর্শিদাবাদ)

দুয়োর ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে হত্যার চেষ্টা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৫ নভেম্বর রাত্রে পুরোনো হাসপাতালের পিছনে জনৈক আনিসুর রহমানের বাড়ীর দুয়োর ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে। পাকুরতলায় ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটার্জীর বাড়ীর সামনে আনিসুরের একটি গদি, সুটকেশ তৈরীর দোকান আছে। আনিসুরের জবানবন্দী থেকে জানা যায় তাঁর এক নিকট আত্মীয় যুবক তাঁর দোকানে কাজ করতো। টাকা পয়সার গোল-মাল করায় আনিসুর তাকে ছাড়িয়ে দেন। তারই বদলা নিতে ঐ যুবক কয়েকজন বন্ধু নিয়ে আনিসুরকে খুনের চেষ্টা করে। আহত আনিসুরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশী তদন্তে নিকটবর্তী কলোনীর দু'জনকে পুলিশ সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করেছে।

সংস্থার অপমৃত্যু

(১ম পাতার পর)

সম্মত হন। জানা যায় গত মাসে এক বিশেষ মিটিং এ দু'জন সদস্য রামচন্দ্র দাস ও সমনকুমার দাস ছাড়া সকলেই পদত্যাগ করেন। এই অবস্থায় সংস্থার আর্থিক সংকট চরমে উঠেছে। কাঁচামাল কেনার অভাবে ১১০টি তাঁতই বন্ধ। কিন্তু এ বছরেই নাকি সংস্থার Collection of money সর্বাধিক। সংস্থায় নিযুক্ত দশজন কর্মীও ঠিক মতো বেতন পাচ্ছেন না। বোর্ডের অপারদর্শিতায় সবকিছু থেকেও নেই নেই ঘুচছে না। কর্মীরা বোর্ডকে নাকি প্রস্তাব দেন তাঁদের হাতে লিখিতভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দিলে তাঁরা সব খরচ খরচা চালিয়ে সংস্থাকে বছরে ৫০ হাজার টাকা লভ্যাংশ আদায় দিতে পারবেন। কমিটি তাতেও সম্মত নন। কর্মীদের অভিযোগ এ অবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত কো: অঃ ইন্সপেক্টর চণ্ডীদাস মুখার্জী। যাঁর সঙ্গে যোগসাজসে কমিটির সদস্যরা সংস্থার টাকা তছনছ করে এটির ভরাডুবি ঘটিয়েছেন। কর্মীরা প্রতিবাদ করলে বদলি বা ছাঁটাই এর ভয় দেখানো হচ্ছে।

ফায়ার ব্রিগেড হচ্ছে

(১ম পাতার পর)

সঙ্গে একাধিকবার আলোচনায় বসেন ও খাস ল্যাণ্ড পাওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে কথাবার্ত্তা বলেন। জানা যায় স্থানীয় মিঞাপুরে রাকেশ ব্রিক ফিল্ডের পাশে এবং ধুলিয়ানে পি ডব্লু ডি হাইওয়ের পাশে খাস ল্যাণ্ড পাওয়া যেতে পারে। আরোও শোনা যাচ্ছে রঘুনাথগঞ্জে একটি মাইক্রোওয়েভ সেন্টার নির্মাণের ব্যাপারেও আলাপ আলোচনা চলছে।

ফেরীঘাট খাস করা হলো

(১ম পাতার পর)

তা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। এই অবস্থায় ঘাট খাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৫ জন কমিশনারই ঘাট খাস করার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মালিক পক্ষ পরদিন ২১ নভেম্বর ব্যাঙ্কিং সময়ের মধ্যে ২ লক্ষ টাকা জমা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় পুরকর্মীদের উপস্থিতিতে তাঁরাই ঘাটের কাজ কারবার চালাতে পারবেন এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আরো ঠিক হয় পুরসভার বাকী পাওনা টাকা আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ইজারাদার মিটিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।

বানচাল করছে দুর্বৃত্তরা

(১ম পাতার পর)

বড় বড় গাছ কেটে নিয়ে কাঠ বিক্রি করে মুনাফা লুটছে। বনরক্ষী ও অঞ্চল অফিসের কর্তাব্যক্তিরা এসব বিষয়ে একবারে চুপচাপ। তাদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে গত ১৩ সেপ্টেম্বর একদল দুর্বৃত্ত রাতে করাত দিয়ে বনের দুটি বড় নিমগাছ কেটে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে বনরক্ষীরা তদন্তে নিকটবর্তী এক পুকুর থেকে কাটা গাছ দুটির কয়েকটি টুকরা উদ্ধার করে। এভাবে চলতে থাকলে বনাঞ্চলের সব গাছই একদিন শেষ হয়ে বনসৃজন প্রকল্প বানচাল হবে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

শিমুলতলা মিডিল ক্লাবের ফুটবল প্রদর্শনী

ফরাক্কা : খেজুরিয়ার শিমুলতলা মিডিল ক্লাব তাঁদের ২৫বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করেছেন। এই উপলক্ষে ক্লাব কর্তৃপক্ষ কলকাতার তিন প্রধান ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বলে খবর। এদের মধ্যে মহামেডান স্পোর্টিং প্রদর্শনী খেলায় সম্মত হয়ে চিঠি দিয়েছেন। অপর দুটি ক্লাব থেকেও সম্মতি পাওয়া যাবে বলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানান। খেলা হবে এন টি পি সির আউটডোর ষ্টেডিয়ামে। এন টি পি সি কর্তৃপক্ষ শিমুলতলা মিডিল ক্লাবকে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেও জানা যায়।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

কিস্তিতে পাওয়া যায়
বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।
সত্বর নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :
দিলসনস্ মিউচুয়ালাইজার
গভঃ রেজি নং L/44399
শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫
বিঃ দ্রঃ—কামশন এজেণ্ট চাই

Centre for Career Development Courses
এখানে সুযোগ রয়েছে :—
১। কম্পিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ
৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং
৪। কমার্স শিক্ষার।
নতুন বছরের ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন :
এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত